তারিখ 15 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

দৈনিক

পাস নম্বর তুলতেই ব্যর্থ 'মেধাবীরা'

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

সানাউল হক সানী ● ●

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে 'মেধাবী' শিক্ষার্থীদের বেশ ছড়াছড়ি। গেল বছর দশ শিক্ষা বোর্ডে উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার ছিল ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পান ৫৮ হাজার ২৭৬ শিক্ষার্থী। এর আগের বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬৯ দশমিক ৬০ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পান ৪২ হাজার ৮৯৪ শিক্ষার্থী। ফলের চিত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রতিবছরই মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কমছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বাড়ছে শিক্ষার মানও। কিন্তু বাস্তবতা কি তাই?

এসব মেধাবী শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন তখনই মূলত শিক্ষার মানটা আঁচ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৮০ থেকে ৯৫ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারছেন না। এতে করে এদিকে যেমন শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা।

জানা গেছে, গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রায় ৯০ ভাগই পাস নম্বর তুলতে পারেননি। একই চিত্র দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়ও দেখা গেছে।

ঢাবি সূত্রে জানা যায়, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২ লাখ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন। অনেকের আবার দুটিতেই গোল্ডেন জিপিএ-৫।

ঢাবির ভর্তি নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক', কলা অনুষদের 'খ' এবং ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে 'গ' ইউনিটের পরীক্ষায় পাসের জন্য শিক্ষার্থীদের ১২০ নম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ৪৮ নম্বর পেতে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

পাস নম্বর তুলতেই

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) হয়। এর মধ্যে 'খ' ইউনিটে ইংরেজি, বাংলায়, সাধারণ জ্ঞান 'এ' ও 'বি' অংশে কমপক্ষে ৮ নম্বর পাওয়ার শর্ত রয়েছে। আর 'গ' ইউনিটে ইংরেজিতে কমপক্ষে ১২ নম্বর পেতে হয়। সম্মিলিত বিষয়ের 'ঘ' ইউনিটে বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে পৃথকভাবে কমপক্ষে ৮ নম্বর করে পেতে হয়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটে পাসের হার মাত্র ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ ইউনিটে ভর্তিচ্ছু ৯০ হাজার ৪২৭ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৮৩ হাজার ৫৮২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১১ হাজার ৩৩০ জন উত্তীর্ণ হন। এর আগে ২০১৪ সালে পাসের হার ছিল ২১.৫০ এবং ২০১৫ সালে ২০ দশমিক ৭৫ ভাগ। খ ইউনিটে পাস করেছেন মাত্র ১১.৪৩ ভাগ শিক্ষার্থী। ৩৩ হাজার ২৫৫ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছেন মাত্র ৩ হাজার ৮০০ জন। ২০১৪ সালেও 'খ' ইউনিটে পাসের হার ছিল মাত্র ৯.৫৫ ভাগ। এ সংখ্যা ২০১৫ সালে ছিল ১৪ দশমিক ৬৮ ভাগ।

গ ইউনিটে পাসের হার মাত্র ৫.৫২ ভাগ। ৪২ হাজার ১২৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ২ হাজার ২২১ জন। ২০১৫ সালে এই ইউনিটে পাসের হার ছিল ১৭.৫৬ ভাগ, ২০১৪ সালে ২০.৬১ এবং ২০১৩ সালে ১১.৪০ ভাগ।

ঢাবির কেন্দ্রীয় ভর্তি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে পাঁচটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ২ লাখ ১৭ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মাত্র ৪১ হাজার ৮৯১ জন। বাকি ১ লাখ ৭৫ হাজার পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হন। যা মোট আবেদনকারীর ৮১ ভাগ। একইভাবে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ৮৩ ভাগ এবং ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ৮১ ভাগ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছিলেন। এতে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর পাস ও জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বাড়লেও ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার কমছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা যাচাইয়ের এ যুদ্ধে জিপিএ-৫ ধারীসহ ভালো ফলধারীদের ব্যর্থতা দেখে হতাশ অভিভাবকের পাশাপাশি হচ্ছেন শিক্ষাবিদরাও। তারা বলছেন এখনই শিক্ষার মান ঠিক করা না গেলে সামনে ছেলেমেয়েদের জন্য বিপজ্জনক সময় অপেক্ষা করছে। বিশ্বায়নের এ যুগে শিক্ষার মান ঠিক না থাকলে এ দেশের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'এ ফল আমাদের জন্য সতর্ক বার্তা দিচ্ছে। একটি সত্য উন্মোচিত হয়েছে ভর্তি পরীক্ষার ফলের মাধ্যমে। দেশের শিক্ষার মান পরিমাণগত দিক থেকে বাড়লেও গুণগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। শিক্ষার মান এভাবে চলতে থাকলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা নয় শিক্ষার্থীরা অন্যান্য পরীক্ষায়ও পাস করতে পারবে না।

তারা বাহ্যিকভাবে একটি সুন্দর সার্টিফিকেট পেলেও ভেতরে সব ফাঁকা থেকে যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো মানের সাবজেক্টগুলোতে ভর্তি হতে পারে না। কারণ তাদের অনেকেই বিভাগীয় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে আসন শূন্য থাকছে। যা অত্যন্ত লজ্জার ও আশঙ্কাজনক।

তবে শিক্ষার মান ঠিক আছে দাবি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে এমনটি হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ঢাবিতে সব মেধাবী শিক্ষার্থীরাই পড়তে চায়। কিন্তু তিন লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমরা স্বল্পসংখ্যকই নিতে পারি।'